IBJCAL
International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716

আ মরি বাংলা ভাষাঃ মাতৃভাষার গুরুত্ব নিরূপণে ভারততাত্ত্বিক রাজনারায়ণ বসু

Indologist Rajnarayan Basu in Assessing The Importance of Mother Language

স্নেহা আগরওয়ালা[a] ও ড. সুদীপ চক্রবর্তী[b]

a. পি.এইচ ডি, গবেষিকা, সিধো-কান্‌হো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়

b. সিধো-কান্‌হো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 20.9.2022
Received (revised form): NA
Accepted: 30.10.2022
Paper_Id: ibjcal2020SD03

Keywords: Nineteenth century Bengal's education system and society, renaissance period, Rajnarayan Basu and Mother Language

ABSTRACT

During the nineteenth-century Indian Renaissance, intellectuals realized that studying through the mother language was the only way to construct a forward-thinking, superstition-free Indian society. Rajnarayan Basu is the pioneer among them. According to him, the primary stimulant for a nation's self-awakening is the awareness of its homeland's magnificence, history, language, and so forth. To boost the nation's pride, he penned Bāṅgālā Bhāṣā O Sāhitya Biṣayak(a) Baktṛtā. The historical narrative of Bengali literature is documented in his speech and shows the superiority of the Bengali language, compared to other foreign languages.

This discussion aims to evaluate Rajnarayan Basu's significance and shed light on his contribution to developing Bengali literature and language in its present state.

1.0 ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় যখন ভারতীয় সমাজ কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের বেড়াজালে জর্জরিত তখন রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহান মনীষীরা নবজাগরণের আলোড়ন তুলে সমাজকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হন। এই প্রয়াস ফলপ্রসু হওয়ার একমাত্র বিকল্পহীন উপায় হল সাধারণ ভারতীয় সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে অজ্ঞানতার কলুষ মুক্ত করা। কিন্তু তৎকালীন সময়ে বাংলা ভাষা বর্তমানের মত পরিণত ছিলনা, যাতে উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষার উপযোগী পঠন-পাঠনের সহায়ক পুস্তক রচনা করা যায়। দেশীয় ভাষায় জ্ঞান চর্চার মাধ্যম বলতে ছিল প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও মাদ্রাসার মৌলবীদের কুক্ষিগত এবং তাদের অনুশাসন নিয়ন্ত্রিত দুই প্রাচীন ভাষা, যথাক্রমে সংস্কৃত ও আরবী-ফার্সী। এর প্রভাবে সমাজ ক্রমাগত অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল

পরিবর্তন দেখা গেল। উন্নত সভ্যতার আলোকে আলোকিত হওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের লোকেরা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের একমাত্র বিকল্প মাধ্যম রূপে ইংরেজি ভাষাকে গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করলেন।[1] এতে সমাজ যতটা না উন্নত হল তার চেয়ে বেশি অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়ল। কারণ সেকালে ইংরেজি শিক্ষা কেবল পাশ্চাত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়ক ছিল। এদেশের আত্মাকে বোঝা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা চাইত তার সন্তানকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে কোন ইংরেজ কোম্পানিতে চাকরি পাইয়ে দিতে। আর ধনী ব্যক্তিরা ইংরেজদের সাথে বাণিজ্যকেই তাদের ধনলক্ষ্মী লাভের প্রধান পন্থা রূপে গণ্য করত। সমাজের এরূপ প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু।

2.0 গবেষণা বিষয়ক প্রশ্নাবলী

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিরূপণে রাজনারায়ণ বসুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা-র অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
- মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- উন্নত সমাজ গঠন ও তার অগ্রগতির জন্য সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ কতটা প্রয়োজনীয়?
- রাজনারায়ণ বসুর মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন কী প্রকারে দেশবাসীর মধ্যে দেশভক্তি ও জাতীয়তাবাদের শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিল?

3.0 প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

কোন জাতির আত্মজাগরণের মূল প্রবর্তনা হল সেই জাতির অতীত গৌরব ও বর্তমানে তার নিজের দেশ, ইতিহাস, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ের গৌরব সম্বন্ধে সচেতনতা। রাজনারায়ণ বসু তৎকালীন সময়ে দেশমাতা ও দেশবাসীর হৃত আত্মগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন অনুভব করেই রচনা করেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। বক্তৃতায় তিনি মূলত বাঙালি জাতির ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির মহিমা বিদেশী জাতির সাথে প্রতিতুলনায় সুস্থাপিত করেছেন। তদানীন্তন সময়ের শিক্ষিত বাঙালি, সভা-সমিতিতে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়াকে ভীষণ বিক্রমের কাজ মনে করতেন। এইসময় রাজনারায়ন তা লক্ষ্য করে পুনরায় এ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনাতে প্রবৃত্ত হন। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব, তার গঠন সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও রচনা, বক্তৃতাদির মাধ্যমে তার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি বারংবার আহ্বান জানান। রাজনারায়ণ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় ব্যক্ত করেছেন বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও তার কালানুক্রমিক অভিব্যক্তির বিস্তারিত ইতিহাস। তিনি দেখিয়েছেন কেমন ভাবে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-প্রাচীন হিন্দি থেকে বাংলা ভাষার বর্তমান রূপের প্রকাশ।

তৎকালীন সময়ে বিদেশী ভূগোল-ইতিহাস পাঠ বিদ্যালয়ের পাঠের অন্তর্গত ছিল। দেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে দেশীয় ভাষায় রচনার অভাব একটি বড় সমস্যা হয়ে উপস্থিত হয়। ভার্নাকুলার সোসাইটির ও রাজনারায়ণ বসু আদি অন্যান্য ভারতীয় মনীষাদের উদ্যোগে ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয় বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ভারতীয় ছাত্রদের কাছে পাঠ যোগ্য করে তোলা হয়। রাজনারায়ণ বসুর বক্তব্যের মননশীলতা, সম্পূর্ণ ও পরিমিত বাচনভঙ্গি শ্রোতা ও পাঠকের নিকট মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর রচনায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যে কালানুক্রমিক বিবরণ নথিবদ্ধ করেছেন তা অত্যন্ত

---

1. ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা সাধারণ লোককে অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়া প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন জন্য তাঁহাদিগের প্রাচীন পরম শ্রদ্ধাস্পদ করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন। ... ঐ ভাষাদ্বয়ের ছাত্রগণকে বহুমূল্য পারিতোষিক ও উচ্চ মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন ও ইউরোপীয় ভাষা হইতে উক্ত দুইভাষাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অনুবাদ জন্য অধিক বেতনে অনুবাদক সকল নিযুক্ত করিতেন। ... ইউরোপীয় ভাষা হইতে নিকৃষ্টরূপে অনুবাদিত সেই সকল গ্রন্থের প্রতি লোকের বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না; তদ্দ্বারা মনের দীনতা ও কুসংস্কার দুরীকৃত না হইয়া বরং বদ্ধমূলই হইতে লাগিল। আরবী ও সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী ভাষার প্রতি লোকের আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ... এমত সময়ে মহাত্মা লার্ড উইলিয়াম বেন্‌টিন্‌ক সাহেব ... ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ দিবসীয় রাজ বিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার করিলেন, যে সাধারণ শিক্ষা কর্ম্ম তদাবধি ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হইবেক, এবং পূর্ব্বে যে অর্থ আরবী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইতেছিল, তাহা কেবল ইংরাজী ভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইবেক, ... উক্ত বিজ্ঞাপনী এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্ত উপকারীনী হইয়াছে বলিতে হইবেক কিন্তু তাহার দোষ এই যে তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা প্রদানের কথা কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। [স্বদেশীয় ভাষানুশীলনঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। জৈষ্ঠ, কল্প-৪, খন্ড-২। পৃ.২৩-২৪। ১৭৭৮ শকাব্দ।]

প্রশংসার যোগ্য। বাংলা সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্যের গুরুত্ব নিরূপণে রাজনারায়ণ বসু পুরোধা স্বরূপ।

আলোচ্য প্রবন্ধটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার বর্তমান রূপ প্রাপ্তিতে রাজনারায়ণ বসুর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করে তার গুরুত্ব নিরুপণ করা এবং তা সর্ব সমক্ষে প্রস্তুত করাই বর্তমান প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য।

4.0 গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি রচনার জন্য মূলত রাজনারায়ণ বসু বিরচিত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা-র উপর নির্ভর করা হয়েছে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আলোচিত বক্তৃতায় ব্যক্ত করেছেন বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও তার কালানুক্রমিক অভিব্যক্তির বিস্তারিত ইতিহাস। তিনি অত্যন্ত নিপুণতার সাথে দেখিয়েছেন সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-প্রাচীন হিন্দি থেকে বাংলা ভাষার বর্তমান বিবর্তিত রূপ প্রাপ্তির রূপরেখা। বর্তমান প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক তথ্যাদির বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসারে লেখা হয়েছে।

5.0 তথ্য বিশ্লেষণ

১৮২৬ সালে চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামে নন্দকিশোর বসুর পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নন্দকিশোর বসু ছিলেন রামমোহন রায়ের প্রীতিভাজক ও আপ্ত-সহায়ক। গ্রাম্য পাঠশালাতে বাল্য শিক্ষা সমাপন করে রাজনারায়ণ কলকাতায় এসে প্রথমে বউবাজারের শম্ভু মাস্টারের স্কুল, তারপর হেয়ার স্কুল এবং সবশেষে হিন্দু কলেজে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনারায়ণের অনন্য সাহিত্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। হেয়ার স্কুলে হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে আয়োজিত বিতর্ক সভায় তিনি তাঁর অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি তিনি ইংরেজি সাহিত্যে নিষ্ণাত ছিলেন। তাঁর এই উভয় বিষয়ের জ্ঞান তাকে পরবর্তীকালে যুক্তিবিচার ও বিশ্লেষণ করার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেছিল। এখান থেকেই তাঁর মধ্যে দেশের সাহিত্য ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হয়।

কলেজ শেষে রাজনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজে প্রথম তার কর্মজীবন শুরু করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অনুবাদক রূপে (১৮৪৬) তিনি প্রথম নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৮৫১ সালে তিনি মেদিনীপুরের সরকারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানে আঠারো বছর শিক্ষকতা শেষে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

রাজনারায়ণ বসুর ইংরেজি বিষয়ে গভীর জ্ঞান তাঁকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে 'ইংরেজি খাঁ' উপাধি পাইয়ে দিয়েছিল।[2] ইংরেজিতে যেমন তাঁর প্রচুর রচনা উপলব্ধ হয় তেমনি তিনি মাতৃভাষাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রায় কুড়িটি বাংলা পুস্তক ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন। তিনি যে নিজেই বাংলা ভাষাতে লিখেছেন এমন নয় তিনি অন্যদের এই ভাষার ব্যবহারে অনুপ্রাণিতও করেছেন।

কোন জাতির আত্মজাগরণের মূল প্রবর্তনা হল সেই জাতির অতীত গৌরব ও বর্তমানে তার নিজের দেশ, ইতিহাস, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ের গৌরব সম্বন্ধে সচেতনতা। রাজনারায়ণ বসু তৎকালীন সময়ে দেশমাতা ও দেশবাসীর হৃত আত্মগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন অনুভব করেই রচনা করেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।

উপরোক্ত প্রবন্ধে তিনি মূলত বাঙালি জাতির ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির মহিমা বিদেশী জাতির সাথে প্রতিতুলনায় সুস্থাপিত করেছেন। প্রবন্ধ মধ্যে তিনি দুটি বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন —
এক, হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতা,
দুই, স্বদেশীয় ভাষানুশীলন মেদিনীপুরস্থ বিতর্ক সমাজের বক্তৃতা।

---

2. দেবেন্দ্রবাবু আমাকে ইংরাজী খাঁ বলিয়া জানিতেন, বাঙ্গালা ভাল জানি বলিয়া তিনি জানিতেন না। [(সম্পা.) শেঠ, হরিহর। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত। পৃ. ৫৩। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানীঃ কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।]

তাঁর এই বক্তৃতাগুলি তৎকালীন বহুল প্রচলিত ও সর্বজন সমাদৃত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-তে ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হত। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর পূর্বতন ছাত্রেরা ১৮৪৮ সালের ১ জুন এক স্মৃতি সভার আয়োজন করেন। সেখানে রাজনারায়ণ বসু ভক্তি-বিনম্র চিত্তে হেয়ার সাহেবের গুণকীর্তন বা বিদগ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার পরিবর্তে, হেয়ার সাহেবের আদর্শ ও যে উদ্দেশ্যে বা কর্মে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাকে উপজীব্য করে বক্তৃতা দেন। এখানে তিনি প্রথম উপস্থাপিত করেন মাতৃভাষার প্রতি স্বদেশীয় জনতার উদাসীনতার লজ্জাকর কাহিনী এবং তৎকালীন দেশে কোন ভাষা প্রচলিত হওয়া উচিত তার দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা। মাতৃভাষার পক্ষ সমর্থন করে তিনি তদানীন্তন এক শিক্ষিত ইংরেজি প্রেমিক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে তীব্র আক্রমণ করেন।[3]

উক্ত আলোচনাতেই প্রসঙ্গক্রমে তিনি দেখিয়েছেন গ্রিক-রোমান প্রভৃতি বিজিত জাতির বিলুপ্তির সাথে সাথে তাদের ভাষাও লোপ পেয়েছে ও মাতৃভাষা পুনরুজ্জীবিত হয়ে পরে ফিরে এসেছে এবং তার ব্যতিক্রম ভারতের ক্ষেত্রে কখনোই সম্ভব নয়। তবে তিনি ইংরেজিপ্রেমী দেশবাসীকে সাবধান করে বলছেন কালের নিয়মে তাদের আশা সাময়িক আকার পেলেও তা কখনই পূর্ণতা পাবেনা।[4]

কিন্তু এর সাথে তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় এ প্রতিবিধানও দিয়ে যান যে কেবল মাতৃভাষা চর্চা করলেই কোন জাতি উন্নত হয় না। তার সাথে বিদেশীয় ভাষার চর্চাও প্রয়োজন বিশ্ব জ্ঞানালোকের সঙ্গে পরিচয় জ্ঞান আরোহণের জন্য।[5] তিনি এও জানান যে বিদেশী পণ্ডিতেরা যদি পারেন সংস্কৃত ভাষা চর্চায় মুগ্ধ হয়ে নিজ মাতৃভাষায় তার অভিব্যক্তি ও সমৃদ্ধি ঘটাতে তবে ভারতীয়দের কাছে তার অন্যথা অত্যন্ত লজ্জাজনক। বর্তমানেও এই দেশের ভাষা সমস্যা সমাধানেও রাজনারায়ণ বসুর প্রদর্শিত পন্থা উপযোগী হতে পারে।

তদানীন্তন সময়ের শিক্ষিত বাঙালি, সভা-সমিতিতে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়াকে ভীষণ বিক্রমের কাজ মনে করতেন। এইসময় রাজনারায়ন তা লক্ষ্য করে পুনরায় এ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনাতে প্রবৃত্ত হন। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব, তার গঠন সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও রচনা, বক্তৃতাদির মাধ্যমে তার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি বারংবার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর ‘স্বদেশীয় ভাষানুশীলন’ নামক প্রবন্ধে গভীর মননশীলতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেশহিতকর মতামত উপস্থাপনা করেন।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দুটি পর্যায়ে এ প্রবন্ধ বিরোচিত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৭৭৮ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী-তে প্রথম পর্যায় ও ১৭৯৮ শকের কার্তিক সংখ্যায় দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্বয়ের মাধ্যমে তিনি বারংবার প্রচেষ্টা করেছেন দেশের মানুষের মনের জগদ্দল পাষাণকে চূর্ণ করে জাতীয়তাবোধে জারিত নবযুগের সূর্যের উদয়ের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করার। জাতির সমস্যার দিকগুলি তিনি অতি সরল ও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে তার থেকে সুরাহার দিক নির্দেশ করেছেন।

---

3. ইংল্যান্ডের ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংল্যান্ডীয় ভাষা এই মহা বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশভাষা সকল ঐ পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। [হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতাঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ, কল্প-২, খন্ড-২। পৃ. ৬৭। ১৭৭০ শকাব্দ।]

4. অতএব যে পক্ষে বিচার করুন, ভারতবর্ষের দেশভাষা সকল উচ্ছিন্ন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে যে ইংরেজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ইহা কেহ যেন মনেও স্থান দেন না –– নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্যৎ কথা ব্যক্ত করিতেছি যে কাহারও এ মনোষ্কামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না। [হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতাঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ, কল্প-২, খন্ড-২। পৃ. ৬৮। ১৭৭০ শকাব্দ।]

5. যদিও সর্ব্ববিবেচনাতে দেশভাষায় বিদ্যাভাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে। যাহাদিগের সময় আছে ওউপায় আছে, তাহাদিগের ইংরাজী ভাষা উপার্জ্জন করা অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী হইয়াছে। [হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতাঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ, কল্প-২, খন্ড-২। পৃ. ৭১। ১৭৭০ শকাব্দ।]

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বা ১৮০০ শকাব্দের বৈশাখে রাজনারায়ণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অমূল্য সংযোজন ঘটান। [ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.); ১৪০২ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২১০] কালানুক্রমিক দিক থেকে চতুর্থ স্থান প্রাপ্ত রাজনারায়নের আলোচ্য প্রবন্ধটির পূর্বে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৬৯), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৭১) ও রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৭২-৭৩)-এর প্রচেষ্টায় বঙ্গভাষার বিস্তৃত ইতিহাসের নথিভুক্তিকরণ ঘটে। আলোচ্য প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন অংশে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের কাছে সহায়তা গ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

আলোচ্য বক্তৃতাটি শুরু করেছেন বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও তার কালানুক্রমিক অভিব্যক্তির বিস্তারিত ইতিহাস দিয়ে। এখানে তিনি দেখিয়েছেন কেমন ভাবে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-প্রাচীন হিন্দি থেকে বাংলা ভাষার বর্তমান রূপের প্রকাশ। এরপর তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী ও তৎপরবর্তী এই দুই ভাগে বাংলা সাহিত্য বিকাশের ইতিহাস বিভাজন করেছেন। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কৃত্তিবাস প্রমূখ মুখ্য ও গৌণ সাহিত্য সৃষ্টিকারদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বক তাদের সৃষ্ট সাহিত্যের নাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি পদ্য সাহিত্যযুগের সাথে গদ্য সাহিত্যযুগের সূত্রপাত ও তার রচয়িতার বিষয়ে বলেছেন। এক্ষেত্রে রামরাম বসু, রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখের কৃতিত্ব লিপিবদ্ধ করেছেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে তিনি রামমোহনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। বিদ্যাসাগরকে এখানে বাংলার জন্‌সন্ বলে অভিহিত করেছেন। রাজেন্দ্রলাল বিষয়ে তিনি যে বিশেষ বক্তব্য রেখেছেন তা এইপ্রকার —
“শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকটেও বঙ্গভাষা বিশেষ উপকৃত আছে তিনি ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ প্রকাশ করিয়া ভাষাকে বিশেষ সমৃদ্ধশালী করিয়াছেন। উহা বিদ্যারত্নের খনি স্বরূপ। তিনি ‘প্রাকৃতিক ভূগোল’ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়াছেন”। [ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.); ১৪০২ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২২৮]

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য তৎকালীন সময়ে বিদেশী ভূগোল-ইতিহাস পাঠ বিদ্যালয়ের পাঠের অন্তর্গত ছিল। দেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে দেশীয় ভাষায় রচনার অভাব একটি বড় সমস্যা হয়ে উপস্থিত হয়। তখন ভার্নাকুলার সোসাইটির উদ্যোগে ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয় বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ভারতীয় ছাত্রদের কাছে পাঠ যোগ্য করে তোলা হয়। যার ফলে ছাত্ররা শুধু কিছু বিদেশি শব্দ মুখস্থ করে অজ্ঞানতাবশত: তার পরিবর্তন পূর্বক উচ্চারণের দ্বারা এক বিষম পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া থেকে মুক্তি পায় এবং নিজ মাতৃভাষায় তা পাঠ করে যেমন আত্মস্থ করে তেমনি পরবর্তীতে নিজের শানিত যুক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা নানান জ্ঞানচর্চায় নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে।[6]

এরপর তিনি সাধারণ পদ্য বিভাগের আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন।
আলোচ্য প্রসঙ্গে তিনি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন —
“মাইকেল মধুসূদন রূপ সূর্যোদয়ের পূর্বে শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দেশের বর্তমান কালের প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের প্রভার নিকট তাঁহার প্রভা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে”। [ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.); ১৪০২ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২২৯]
— এই প্রকারে তিনি উভয় কবির শ্রেষ্ঠতা ব্যক্ত করেছেন।

উপরোক্ত উক্তিতে তাঁর বন্ধু মধুসূদন দত্তকে বাংলা পদ্য ক্ষেত্রে নবযুগের সূর্য তুলনা দিয়ে তার পরবর্তীতে তিনি তাঁর (মধুসূদন) ‘দোষগুণ’ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই নিরপেক্ষ যুক্তিরস সাপেক্ষ সমালোচনার জন্য বারংবার মাইকেল মধুসূদন

6. স্বদেশোৎপন্ন শস্য যেরূপে সকলের সুলভ হইয়া সর্বসাধারণের বল বৃদ্ধি করে, তদ্রুপ স্বদেশের ভাষা দ্বারা সকলে জ্ঞান তৃপ্ত হইয়া তৎ ফল সুখ-সম্ভোগ করিতে পারে। [হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতাঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ, কল্প-২, খন্ড-২। পৃ. ৬৭। ১৭৭০ শকাব্দ।]

রাজনারায়ণের কাছে তাঁর রচনার সমালোচনার অনুরোধে পত্র প্রেরণ করতেন। মধুসূদনকে তিনি 'দোষে-গুণে কবি' আখ্যায় ভূষিত করে মানবরূপী ব্রহ্মার আসনে উন্নীত করেছেন। [ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.); ১৪০২ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২২৯-২৩১]

একই প্রকারে বাংলা কবিতার গতিকে গঙ্গার গতিপথের সাথে তুলনা করে তিনি নিজেকে রসগ্রাহী মননশীল সমালোচক রূপে প্রকাশ করেছেন। [ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.); ১৪০২ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২৩৫-২৩৬]

এইভাবে গীতিকাব্য, ধর্মসংগীত, নাটক, উপন্যাস, শ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য, সঙ্গীত, পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান, দর্শন, বাংলা টপ্পা, বাংলা সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, কথকতা, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা বাংলা সাহিত্য যে প্রকার সমৃদ্ধ হচ্ছে তার নাতিদীর্ঘ আলোচনা শেষে বাংলা গ্রন্থকারের স্বাবলম্বী হওয়ার ও ইংরেজদের অনুকরণ করার বিপক্ষে মতামত দিয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভের পথ প্রদর্শন করে বক্তৃতার সমাপন করেছেন। [ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.); ১৪০২ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২৫৩-২৫৪]

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব নামক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের প্রবন্ধকে অনুসরণ পূর্বক বাংলা গদ্যকে তিনি বিদ্যাসাগরী ভাষা ও প্যারীচাঁদের আলালী ভাষা এই দুই ভাগে ভাগ করে প্রয়োজন অনুসারে তার ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। [ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.); ১৪০২ বঙ্গাব্দ; পৃ. ২২৬-২২৭]

6.0 উপসংহার

রাজনারায়ণের বক্তব্যের মননশীলতা, সম্পূর্ণ ও পরিমিত বাচনভঙ্গি শ্রোতা ও পাঠকের নিকট মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। তাঁর সাথে রাজনারায়ণ বসু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কালানুক্রমিক বিবরণ নথিবদ্ধ করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। বাংলা সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্যের গুরুত্ব নিরূপণে রাজনারায়ণ বসু পুরোধা স্বরূপ। রাজনারায়ণের বার্ষিক স্মৃতি সভায় রাজনারায়ণ বসু কৃত বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন — "রাজনারায়ণ বসুর বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্যের বিষয়। ... তিনি যখন এই সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন তখন এই সাহিত্যের শিশু অবস্থা। তখন ইহার মধ্যে আকর্ষণের কিছু ছিলনা। তাহাকে যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইত — "এই ভাষার কি আছে যে তুমি এই ভাষায় সেবা করবে"? উত্তরে তিনি কিছুই দেখাইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি ত এমনভাবে দেখেন নাই। এই শিশুর সূতিকাগৃহে যখন মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়াছিল তিনি সেই ধ্বনির মধ্যে ভবিষ্যতের গৌরববাণী নিঃসন্দেহে শুনিয়াছিলেন"। [ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.); ১৪০২ বঙ্গাব্দ; পৃ. XI]

7.0 নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

Basu, Rajnarayan. (1778 Shaka Era). Svadeśīya bhāṣānuśīlan(a): Tattvabodhinī Patrikā. Vol. Jaiṣṭha, Kalpa 4, Khanda 2.

Basu, Rajnarayan. (1770 Shaka Era). Heyār(a) Sāheber(a) Smaraṇārtha Baktṛtā: Tattvabodhinī Patrikā. Vol. Śrāban(a), Kalpa 2, Khanda 2.

Basu, Rajnarayan. (1909). Rājnārāyaṇa Basur Ātmacarita. Calcutta (Now Kolkata): Kuntaline Press.

Basu, Rajnarayan. (1909). Sekāl ār ekāl. Kolikata (Now Kolkata): Shekh Aminuddin.

Basu, Rajnarayan. (1878). Bāṅgālā Bhāṣā O Sāhitya Biṣayak(a) Baktṛtā. Kolikata (Now Kolkata): Baṅga-Bhāṣā Samālocanī Sabhā.

Bagal, Shri Yogeshchandra. (1958). Bhārater Mukti Sandhānī. Kolikātā (Now Kolkata): Popular Library.

Bagal, Shri Yogeshchandra. (1352 BY). Sāhitya Sādhaka Caritamālā. Vol. 4. Kolikātā (Now Kolkata): Bangiya Sahitya Parisad.

De, S.K. (1962). Bengali Literature in the Nineteenth Century (1757-1857). 2 Vols. Calcutta (Now Kolkata): Firma K.L. Mukhopadhyay. 2nd rvsd. Ed.

Ghosh, Baridbaran (ed.). (1402 BY). Rājnārāyaṇa Basu Nirvācita Racanā Saṃgraha. Kolikata (Now Kolkata): Dey Book Store.

Kole, Ashru. (1378 BY). Rājnārāyana Basu –– Jīban o Sāhitya. http://hdl.handle.net/10603/151257. University of Calcutta.

Kopf, David. (1959). The Brahmo Samaj & The Shaping of The Modern Indian Mind. Calcutta (Now Kolkata): Gupta Brothers.

Mazumdar, R.C. (1960). Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century. Calcutta (Now Kolkata): Firma K.L. Mukhopadhyay.

৪.0 গবেষক পরিচিতি

স্নেহা আগরওয়ালা বর্তমানে সিধো-কান্‌হো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণায় রত। তার পাশাপাশি ‘ভারতবিদ্যা’ বৃত্তি সহ কলকাতার দি এশিয়াটিক সোসাইটিতে গবেষণা করছে।

সুদীপ চক্রবর্তী বর্তমানে সিধো-কান্‌হো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়ক অধ্যাপক।